মেহেরপুরে শিশু আবির হত্যায় দুই কিশোরের কারাদণ্ড

মোবাইল গেম ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রেজোয়ান আল আবির
(১২) হত্যা মামলায় দুই কিশোরকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে দেশের স্মার্টফোন থেকে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে মিনাপাড়া গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মোস্তফা আল মুজাহিদকে (১৫) ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং একই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নুহু নবীর ছেলে জুনাইদ ইসলাম হামিমকে (১৪) ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্তদের পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে অর্থদণ্ড আদায়ের পর সেই অর্থ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার নথি ও স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৬ জুন অনলাইন গেমের পাসওয়ার্ড নেওয়াকে কেন্দ্র করে আবিরের সঙ্গে তার দুই বন্ধু মুজাহিদ ও জুনাইদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে ওই দিন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আবিরকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মানিকদিয়া গ্রামের একটি পাটক্ষেতে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর আবিরের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মালয়েশিয়াপ্রবাসী বাবার কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ঘাতকেরা। পরিবার বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ জানালে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মুজাহিদ ও জুনাইদকে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আবিরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পরদিন, ২০২১ সালের ২৭ জুন নিহতের মা রোজিনা খাতুন বাদী

হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানান, ঘটনার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় শিশু আইনের আওতায় আদালত সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে মোবাইল গেমের এমন ভয়াবহ অপপ্রভাব রোধে বিটিআরসিকে অবিলম্বে ‘ফ্রি ফায়ার’ ও ‘পাবজি’ গেম অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলায় আসামিপক্ষে শুনানি পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার আব্দুল মতিন।

অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্ট ওয়াসিম হালদার গ্রেপ্তার

অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্মের এজেন্ট হিসেবে পরিচিত ওয়াসিম হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্র জানা গেছে, ওয়াসিম হালদার মুজিবনগর থানায় দায়ের হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

এর আগে অনুসন্ধানে উঠে এসেছিল, ওয়াসিম হালদার বাংলাদেশের প্রথমদিকের (1xBet) অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্টদের একজন হিসেবে কাজ করতেন। অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়েছিল, তিনি শুধু বাংলাদেশেই নয়,

ভারতেও ক্যাসিনোর এজেন্ট নেটওয়ার্ক পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, আদালতে বিচারাধীন মুজিবনগর থানার সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। সেখানে অনলাইন জুয়া বা অন্য কোনো সাইবার অপরাধের তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে সাইবার আইনে মামলা করা হবে। অন্যথায় তাকে পূর্বের মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনী সীমান্তে নারী-পুরুষসহ ৫ জনকে পুশইনের চেষ্টা; বিজিবি’র প্রতিরোধে ব্যর্থ

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে নারী পুরুষ সহ ৫ জনকে পুশইনের চেষ্টা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ৭ আগষ্ট শুক্রবার ভোর ৪ টায় ধলা সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করলে বিজিবি’র প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল রাশেদ কামাল রনি,জানান, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩৫/৪-এস হতে আনুমানিক ১৫০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে ধলা মাঠ নামক স্থান দিয়ে প্রতিপক্ষ ১১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর বুড়িপোতা ক্যাম্পের সদস্যরা অজ্ঞাত পরিচয়ের ৪ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করে। বিজিবি’র প্রতিরোধের ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ধলা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার নিজাম উদ্দীন শিকদার জানান,তারা সীমান্তে অবস্থান করছেন। কোন ভাবেই অবৈধ পুশইন করতে দেয়া হবেনা। বর্তমানে সীমান্তে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ যাদের পুশইনের চেষ্টা করেছিলেন তারা বর্তমানে কাঁটাতারের কাছেই অবস্থান করছে বলে তারা দেখতে পাচ্ছেন। তবে বিজিবি সাথে গ্রামবাসিও প্রস্তুুত রয়েছে। কোন ভাবেই পুশইন করতে দেবেনা গ্রামবাসি।

ফল ও সবজির চিরন্তন বিতর্ক এবং একটি সহজ বৈজ্ঞানিক সূত্র

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল এবং সবজি—দুটোই অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু আমরা কি কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, প্রতিদিন বাজার থেকে যে জিনিসগুলোকে আমরা ‘সবজি’ বলে ঝুড়িতে তুলছি, তার অনেকগুলোই আসলে বিজ্ঞানের চোখে ‘ফল’?

রান্নাঘরের চেনা পরিচিতি আর বিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে একটি চমৎকার ও রহস্যময় অমিল। এই অমিলের কারণে টমেটো, বেগুন কিংবা তরকারিতে দেওয়া কাঁচা মরিচ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে একটি চিরন্তন বিতর্ক চলে আসছে। অথচ একটি ছোট্ট ও সহজ সূত্র জানা থাকলে এই বড় বিতর্কটি মাত্র এক মিনিটে সমাধান করে ফেলা সম্ভব।

জটিল বিজ্ঞানকে চেনার সহজ সূত্র

উদ্ভিদবিজ্ঞান বা বোটানির (Botany) বইয়ে ফল এবং সবজি চেনার পরিমাপকটি বেশ জটিল ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় লেখা থাকে। বিজ্ঞান মূলত কোনো খাবারের স্বাদ মিষ্টি নাকি ঝাল—তা দিয়ে তার পরিচয় ঠিক করে না। এই জটিল নিয়মটিকে সাধারণ পাঠক ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি সহজ সূত্র তুলে ধরা যাক।

সূত্রটি হলো— “যা উদ্ভিদের ফুল থেকে রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয় এবং যার ভেতরে বীজ বা বিচি থাকে, তা-ই হলো ফল।”
এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের বাইরে, উদ্ভিদের ফুল ও বীজ ছাড়া অন্য যেকোনো ভোজ্য অংশ—যেমন পাতা (পালং শাক, লাল শাক), কাণ্ড (ডাটা, আলু, আদা, পেঁয়াজ) বা মূল (গাজর, মুলা)—হলো প্রকৃত সবজি।

টমেটো ও কাঁচা মরিচের বাস্তব উদাহরণ

এই সহজ সূত্রটি যদি আমরা আমাদের চারপাশের চেনা কিছু উদ্ভিদের ওপর প্রয়োগ করি, তবে এক চমকপ্রদ সত্য বেরিয়ে আসে।

টমেটো: টমেটো গাছ খেয়াল করলে দেখা যায়, প্রথমে হলুদ রঙের ফুল ফোটে। সেই ফুল নিষিক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে টমেটোতে রূপ নেয়। আর টমেটো কাটলেই ভেতরে অসংখ্য ছোট ছোট বীজ দেখা যায়। তাই বৈজ্ঞানিক সূত্রে টমেটো একটি শতভাগ খাঁটি ফল।

কাঁচা মরিচ: একইভাবে, কাঁচা মরিচও গাছের ফুল থেকে তৈরি হয় এবং এর ভেতরেও ঝাল বিচি থাকে। সুতরাং, উদ্ভিদবিজ্ঞানের নিয়মে কাঁচা মরিচও কোনো সবজি বা মশলা নয়, এটি একটি ফল!

এই একই বৈজ্ঞানিক নিয়মে বেগুন, শসা, ঢ্যাঁড়শ, লাউ এবং মিষ্টি কুমড়াও আসলে ফল।
আলু, আদা, পেঁয়াজ ও গাজর কেন সবজি?

এবার দেখা যাক রান্নাঘরের অন্যান্য চেনা সবজির ক্ষেত্রে কী ঘটে। আলু, আদা, পেঁয়াজ কিংবা রসুনের মাটির নিচের যে অংশটি আমরা খাই, তা ফুল থেকে আসে না এবং এদের ভেতরে কোনো বিচিও থাকে না।

আলু: এটি মূলত গাছের মাটির নিচের রূপান্তরিত কাণ্ড (Tuber), যেখানে গাছ তার ভবিষ্যতের বাড়তি খাবার জমিয়ে রাখে।
আদা, পেঁয়াজ ও রসুন: এগুলোও ভূ-গর্ভস্থ বিশেষ রূপান্তরিত কাণ্ড (Rhizome ও Bulb)।

গাজর ও মুলা: এগুলো গাছের প্রধান মূল বা শিকড় (Root)।
যেহেতু এরা উদ্ভিদের ফুল বা বীজ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত নয়, তাই এরা বিজ্ঞানের চোখেও সবজি, আমাদের রান্নাঘরেও সবজি।
ডুমুরের রহস্য: ফুল দেখা যায় না, তবু কেন ফল?

এই পর্যবেক্ষণের মাঝে অনেকের মনেই একটি যৌক্তিক প্রশ্ন জাগতে পারে—ডুমুরের তো বাইরে থেকে কোনো ফুল দেখা যায় না, তাহলে ডুমুর কি ফল নাকি সবজি? উত্তরটি বিজ্ঞানের এক চমকপ্রদ রহস্য।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের সত্য হলো, ডুমুর আসলে কোনো একক ফল নয়। আমরা বাইরে থেকে ডুমুরের যে গোল অংশটি দেখি, সেটি আসলে একটি বিশেষ ধরনের ‘উল্টানো ফুলের গুচ্ছ’ (Inverted Inflorescence)। এই খোলসের ভেতরে শত শত ক্ষুদ্র ফুল লুকিয়ে থাকে, যা বাইরে থেকে

দেখা যায় না। ডুমুরের ভেতরেই এই গোপন ফুলগুলো ফুটে ফলে রূপান্তরিত হয়। যেহেতু এটি মূলত ফুল থেকেই তৈরি এবং এর ভেতরে শত শত ক্ষুদ্র বীজ থাকে, তাই ডুমুর অবশ্যই একটি ফল।

রান্নাঘরের পরিভাষা বনাম বিজ্ঞান

তাহলে প্রশ্ন আসে, বিজ্ঞান যাকে ফল বলছে, আমরা তাকে সবজি কেন বলি? এর কারণ হলো মানুষের তৈরি ‘রান্নাঘরের নিয়ম’। রান্নার জগতে খাবারের পরিচয় নির্ধারিত হয় তার স্বাদ ও ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে।

ফল বলতে আমরা সাধারণত মিষ্টি ও রসালো খাবার বুঝি, যা কাঁচা বা ডেজার্ট হিসেবে খাওয়া হয়। অন্যদিকে, যেসব উপাদান নোনতা, টক বা ঝাল স্বাদের এবং যা তরকারি, স্যুপ বা সালাদ হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়, তাকে আমরা সবজি বলি। এই ব্যবহারের ব্যবধানের কারণেই টমেটো বা কাঁচা মরিচ ফল হওয়া সত্ত্বেও রান্নাঘরে সবজির মর্যাদা পেয়েছে।

একটি ঐতিহাসিক আইনি বিতর্ক

এই বিতর্কটি শুধু আমাদের মনে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একসময় আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে ‘নিক্স বনাম হেডেন’ (Nix v. Hedden) নামের একটি বিখ্যাত মামলার রায় হয়। তৎকালীন আমেরিকার শুল্ক আইন অনুযায়ী আমদানি করা সবজির ওপর কর দিতে হতো, কিন্তু ফলের ওপর কোনো কর ছিল না।

আমদানিকারকরা টমেটোকে ‘ফল’ হিসেবে দাবি করে কর ছাড় পেতে চাইলে আদালত রায় দেয়—বিজ্ঞানের বইয়ে টমেটো ফল হলেও, সাধারণ ভাষা ও ব্যবহারে মানুষ একে সবজি হিসেবেই চেনে, রান্না করে এবং খায়। তাই শুল্ক আদায়ের স্বার্থে টমেটোকে ‘সবজি’ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

উপসংহার

আমাদের চারপাশের চেনা জগতটাকে একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে প্রকৃতি যে কত সুন্দর ও রহস্যময়, ফল ও সবজির এই বিতর্ক তারই একটি বড় প্রমাণ। একটি প্রচলিত ইংরেজি উক্তিতে দারুণভাবে বলা হয়েছে—জ্ঞান হলো এটা জানা যে টমেটো একটি ফল, আর বুদ্ধিমত্তা হলো এটাকে ফ্রুট সালাদে ব্যবহার না করা।

এই সহজ বৈজ্ঞানিক সূত্রটি আমাদের চারপাশের শিক্ষার্থীদের মাঝে

ছড়িয়ে দিলে মুখস্থ বিদ্যার বাইরে গিয়ে বিজ্ঞান শেখার প্রকৃত কৌতূহল ও আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কৃষক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির র্যালি

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকা থেকে র্যালিটি শুরু হয়। র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়াবদার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে র্যালিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. এহান উদ্দিন মনা, বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এর আগে কলেজ মোড় এলাকায় আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তাঁরা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং বলেন, এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ নতুন করে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও কথা বলার সুযোগ পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষে গত ৪ আগস্ট আয়োজিত কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সুধীজন, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে মেহেরপুরে যুবদল-ছাত্রদলের মিছিল, পুষ্পমাল্য অর্পণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল, পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং দোয়া- মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে যুবদল ও ছাত্রদলের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড় এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিসৌধে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে শহীদদের স্মরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ১৭ বছর গুম, খুন, জুলুম, নির্যাতন সর্বশেষ জুলাইয়ে রক্তাক্ত গণজাগরণের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটাতে পেরেছিলাম। ফ্যাসিবাদী সরকারের

পতনের পর দীর্ঘ সময় অনেক তালবাহানার মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিএনপি এদেশের জাতীয়তাবাদী দল তারেক রহমানের নেতৃত্বে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

ভাইয়েরা আমার চোখ কান খোলা রাখবেন সরকারকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র চলছে। সরকারকে আধিপত্যবাদী শক্তি ভারতীয় দালাল অনুচল আজকে আবারো মাঠে নামার পায়তারা চালাচ্ছে। একটাই উদ্দেশ্য আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণে বাধা দিতে চান। কেউ কেউ বলছেন বিএনপিকে ফেলে দিতে ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। ১৭ বছর হাসিনা চেষ্টা করেছে বন্দুক ঠেকিয়ে বিএনপি’র কর্মীরা রাজপথ ছাড়েনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান এবং পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করা ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মোমিনপুর স: প্রা: বিদ্যালয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ই আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো আয়োজন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের বাংলাদেশ। তাই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং দেশকে ভালোবাসতে হবে।”

আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা যায়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুরাইয়া আক্তার, শাহিনুর বেগম, হোসনেয়ারা খাতুন, লাকি খাতুন ও নাহিদা খাতুনসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. মো. তারিক আজিজের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. আতাউর রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক কাউছার আলী এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

এছাড়া বক্তব্য দেন উপ-উপাচার্যের পিএস সৌরভ মজুমদার, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবু সাঈদ এবং সেকশন অফিসার কাজী মইনুল হক। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের হয়ে কলেজ মোড়ে অবস্থিত ৩৬ জুলাই স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

আলোচনা সভায় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আতাউর রহমান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ সবসময় সংগ্রাম করেছে এবং ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন বলেন, “জুলাই চেতনায় গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ।” তিনি বলেন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ সবসময় রুখে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের

লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান এবং শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

‎গাংনীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত হয়েছে।দিবসটি উপলক্ষে বুধবার সকালে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

‎গাংনী উপজেলা প্রশাসন দিবসটি পালনের আয়োজন করে।উপজেলা অডিটোরিয়াম অনুষ্ঠিত আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

‎অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মতিউর রহমান।সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন,গাংনী থানার ওসি মুজাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী,

‎গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু,উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা,উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল ইসলাম।উপজেলা জামাতের ক্যাশিয়ার জিল্লুর রহমান,সাবেক সেনা সদস্য নজরুল ইসলাম,এনসিপির উপজেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম।

‎এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

‎গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু,সিনিয়র সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।‎